২৯-০৯-১৬ প্রাতঃমুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা-- সত্য বাবা সৎখণ্ড স্থাপন করেন, তোমরা বাবার কাছে এসেছো নর থেকে নারায়ণ হওয়ার সত্যিকারের জ্ঞান শুনতে"

প্রশ্নঃ- তোমাদের বাচ্চাদের নিজের গৃহস্থ ব্যবহারে অনেক বেশী বুঝে শুনে চলতে হবে-- কেন?

উত্তরঃ- কারণ তোমাদের মত ও পথ সকলের থেকে আলাদা। তোমাদের জ্ঞান হল গুপ্ত। সেইজন্য বিশাল বুদ্ধি হয়ে সকলের সাথে কর্তব্য পালন হবে। ভিতরে যেন এই ভাব থাকে যে আমরা সবাই হলাম ভাই-ভাই বা ভাই- বোন । কিন্তু এরকম নয় যে স্ত্রী নিজের পতিকে বলবে তুমি হলে আমার ভাই । এতেঅন্যেরা শুনলে ভাববে এর কি হল। যুক্তির দ্বারা চলতে হবে।

ওমশান্তি। রুহানি বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝান। রুহানি শব্দটা না বলে শুধু বাবা বললেও বোঝা যাবে যে তিনিই রুহানি বাবা । বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝান। সবাই নিজেদের ভাই-ভাই তো বলেই থাকে। তো বাবা বসে বোঝান বাচ্চাদেরকে। সবাইকে তো বোঝাবেন না নিশ্চয়। গীতাতেও লেখা আছে ভগবান উবাচ। কার প্রতি? ভগবানেরই সব সন্তান । উনি ভগবান বাবা, তো ভগবানের সন্তানরা হল সকলে ব্রাদার্স । ভগবানই বুঝিয়ে থাকবেন। রাজযোগ শিখিয়েছিলেন। এখন তোমাদের বুদ্ধির তালা খুলে গেছে, তোমাদের ছাড়া আর কারও এরকম ভাবনা চলতে পারে না। যারা যারা এই বার্তা পাবে, তারা বিদ্যালয়ে আসতে থাকবে, পড়তে থাকবে। ভাববে প্রদর্শনী তো দেখেছি, এখন গিয়ে আরো ভালো করে শুনি। সবার আগে মুখ্য কথা হল জ্ঞান সাগর পতিত-পাবন, গীতা জ্ঞান দাতা শিব ভগবান উবাচ। ওঁরা যেন বুঝতে পারে যে ওঁদের কে শিক্ষা দেন, কে বোঝান । তিনি হলেন পরম আত্মা, জ্ঞানের সাগর নিরকার । উনি হলেনই সত্য। উনি সত্যই বলবেন তাতে কোন প্রশ্ন উঠতে পারে না। তোমরা সব ছেড়ে দিয়েছ, সত্যের উপর। তো সবার প্রথমে তো এটা বোঝতে হবে যে আমাদের পরমপিতা পরমাত্মা ব্রহ্মা দ্বারা রাজযোগ শেখান। এটা হল রাজ্য পদ-মর্যাদার ব্যাপার। যাদের নিশ্চয় হয়ে যাবে যে যিনি হলেন সকলের বাবা পারলৌকিক বাবা-ই বসে বোঝাচ্ছেন, তিনিই হলেন হাইয়েস্ট অথোরিটি। তাহলে দ্বিতীয় কোনো প্রশ্নই উঠতেই পারে না। উনি হলেন পতিত-পাবন। উনি যখন এখানে আসেন তবে নিশ্চয় নিজের সময় অনুসারেই আসবেন । তোমরা দেখছোও যে এটা হল সেই মহাভারত লড়াই । বিনাশের পরে নির্বিকারী (Viceless) দুনিয়া হবে। মানুষ জানে না যে ভারতই নির্বিকারী ছিল। এখন তাদের বুদ্ধি কাজ করে না । গোদরেজের তালা লেগে আছে। তার চাবি একমাত্র বাবার কাছেই আছে। এইজন্য এটা কারও জানা নেই যে তোমাদের পড়ান কে। তারা ভাবে এই দাদা-ই (ব্রহ্মা বাবা) বুঝি পড়ান, তাই টিকাটিপ্পনি করতে থাকে, অপপ্রচার করতে থাকে। সেইজন্য সবার আগে এটা বোঝাও যে এতে লেখা আছে-- শিব ভগবানউবাচ। তিনি হলেন সত্য। বাবা হলেন নলেজফুল । সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের রহস্যকে তিনিই বোঝান। এই শিক্ষা এখন তোমরা এই বেহদের বাবার কাছ থেকে পাচ্ছ । উনিই হলেন সৃষ্টির রচয়িতা, পতিত সৃষ্টিকে পাবন বানান। তাই সবার আগে বাবার পরিচয় দিতে হবে। সেই পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গে তোমাদের কি সম্পর্ক । উনি নর থেকে নারায়ণ হওয়ার সত্য জ্ঞান দেন।

বাচ্চারা জানে বাবা হলেন সত্য, যিনি সত্যখণ্ড বানান। তোমরা এখানে এসেছ-ই নর থেকে নারায়ণ হতে। কেউ ব্যারিস্টারী পাশ করলে ভাববে আমি ব্যারিস্টার হতে এসেছি। এখন তোমাদের নিশ্চয়

হয়েছে যে আমাদের ভগবান পড়ান। *এ কথায় নিশ্চয় আসার পরেও কারো কারো মনে সংশয় এসে পড়ে, তখন সবাই তাকে বলে যে তুমি তো বলতে যে-- আমাদের ভগবান পড়ান। তাহলে ভগবানকে কেন ছেড়ে দিলে ? সংশয় এলেই ভাগন্তি(পালিয়ে) হয়ে যায়। কিছু না কিছু বিকর্ম করে। ভগবানুবাচ-- কাম হল মহাশত্রু, তার উপর জিত পেলেই জগতজিত হবে। যে পবিত্র হবে সে-ই পবিত্র দুনিয়াতে যাবে। এখানে আছেই রাজযোগের কথা, তোমরা গিয়ে রাজত্ব করবে। আর যে সব আত্মারা আছে তারা হিসাব-নিকাশ মিটিয়ে ফেরত চলে যাবে। এটা হল মহাবিনাশের সময়(Time of settlement) । এখন বুদ্ধি বলে সত্যযুগের স্থাপনা অবশ্যই হতে হবে। পবিত্র দুনিয়া সত্যযুগকে বলা হয়ে থাকে। আর সবাই মুক্তিধামে চলে যাবে। তাদের আবার নিজেদের ভুমিকা পুনরাবৃত্তি (repeat) করতে হবে । তোমরাও নিজের পুরুষার্থ করতে থাকো। পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হওয়ার জন্য। মালিক তো নিজেকে ভাববে তাই না। প্রজাও তো মালিক । এখন প্রজাও তো বলে-- আমাদের ভারত। তোমরা বোঝো এখন সবাই হল নরকের বাসিন্দা । এখন আমরা স্বর্গের বাসিন্দা হওয়ার জন্য রাজযোগ শিখছি। সবাই তো স্বর্গবাসী হবে না। বাবা বলেন যখন ভক্তিমার্গ পুরো হবে তখনই আমি আসবো। আমাকেই এসে সব ভক্তদের ভক্তির ফল দিতে হবে। ভক্তদের সংখ্যাই তো বেশী তাই না। সবাই ডাকতে থাকে হে গড ফাদার। ভক্তদের মুখ থেকে হে গড ফাদার, হে ভগবান-- এটা নিশ্চয় বেরোবে। ভক্তি আর জ্ঞানে পার্থক্য আছে। তোমাদের মুখে কখনও হে ঈশ্বর, হে ভগবান বেরোবে না। মানুষের তো এটা অর্ধেককল্প ধরে অভ্যাস হয়ে আছে। তোমরা জানো যে ইনি হলেন আমাদের বাবা, তোমাদের হে বাবা থোড়াই বলার প্রয়োজন আছে! বাবার থেকে তো তোমাদের অধিকার নিতে হবে । প্রথমে তো এটা নিশ্চয় হতে হবে যে আমারা বাবার থেকে উত্তরাধিকার নিই। বাবা বাচ্চাদের বর্সা নেওয়ার অধিকারি বানান। ইনি তো হলেন সত্যিকারের বাবা, তাই না ! বাবা জানেন আমি যে বাচ্চাদেরকে জ্ঞান অমৃত পান করিয়েছি, জ্ঞান-চিতায় বসিয়ে বিশ্বের মালিক দেবতা বানিয়েছিলাম তারাই কাম চিতায় বসে ভস্মীভূত হয়ে গেছে। এখন আমি আবার জ্ঞান-চিতায় বসিয়ে, গভীর ঘুম থেকে জাগিয়ে স্বর্গে নিয়ে যাই।

বাবা বুঝিয়েছেন-- তোমরা আত্মারা ওখানে শান্তিধাম আর সুখধামে থাকো। সুখধামকে বলা হয়ে থাকে বিকারহীন দুনিয়া, সম্পূর্ণ নির্বিকারী। ওখানে দেবতারা থাকেন আর ওটা(পরমধাম) হল সুইট হোম, আত্মাদের ঘর। সব অভিনেতা ঐ শান্তিধাম থেকে আসে, এখানে ভুমিকা পালন করতে। আমরা আত্মারা এখানকার বাসিন্দা নই। এই অভিনেতারা এখানকার অধিবাসী হয়। খালি ঘর থেকে এসে পোশাক পাল্টে ভুমিকা পালন করে।

তোমরা তো জানো আমাদের ঘর হল শান্তিধাম। যেখানে আমরা আবার ফিরে যাই। যখন সব অভিনেতারা মঞ্চে এসে যায় তখন বাবা এসে সবাইকে নিয়ে যান, এইজন্য তাঁকে মুক্তিদাতা, পথপ্রদর্শক বলা হয়। তিনি হলেন দুঃখহরণকারী, সুখ দাতা, তো এত সব মানুষ কোথায় যাবে। বিচার তো করো-- পতিত-পাবনকে ডাকে কেন ? নিজের মরণের জন্য। দুঃখের দুনিয়ায় থাকতে চায় না, এইজন্য বলে ঘরে নিয়ে চলো। সবাই মুক্তিকে বিশ্বাস করে । ভারতের প্রাচীন যোগও কত প্রসিদ্ধ, বিদেশেও যায় প্রাচীন রাজযোগ শেখাতে ক্রিশ্চানদের মধ্যে অনেকে আছেন যারা সন্ন্যাসীদের খুব সম্মান করে । গেরুয়া বস্ত্র হল হঠযোগের পোশাক । *তোমাদের তো ঘরবাড়ী ছাড়তে হবে না। না কোনো সাদা কাপড়ের বন্ধন আছে বা পড়তেই হবে । তবে সাদা মন্দ নয় । তোমরা যোগ অগ্নিতে(ভট্টি) থাকার ফলে তোমাদের পোশাকও এরকম হয়ে গেছে। আজকাল সাদা অনেকে পছন্দ করে। মানুষ মরলে সাদা চাদর দেয়। তো (নতুন কাউকে) প্রথমেই বাবার পরিচয় দিতে হবে।

আমাদের দুজন বাবা-- এই কথা বুঝতে সময় নেবে। প্রদর্শনীতে এতটা বুঝতে পারবে না। সত্যযুগে এক বাবা, আর এই সময় তোমাদের তিন বাবা আছেন, কারণ ভগবান আসেন প্রজাপিতা ব্রহ্মার দেহে । তিনি তো সকলের পিতা । *আচ্ছা এখন তিন বাবার মধ্যে সবচেয়ে উচ্চ উত্তরাধিকার কার থেকে পাওয়া যায় ? নিরাকার বাবা বর্সা কি করে দেন? উনি তা দেন ব্রহ্মার দ্বারা। ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা করেন আর ব্রহ্মার দ্বারা বর্ষাও দেন। এই চিত্রের দ্বারা তোমরা খুব ভালো ভাবে তা বুঝতে পারবে। শিববাবা রয়েছেন, তারপর রয়েছেন এই প্রজাপিতা আদি দেব, আদি দেবী। ইনি হলেন গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার। বাবা বলেন আমি শিবকে গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার বলা যাবে না। আমি হলাম সকলের পিতা । *ইনি হলেন প্রজাপিতা ব্রহ্মা। তোমরা হয়ে গেলে ভাই-বোন, তাই নিজেদের মধ্যে অপরাধমূলক আচরণ(আক্রমণ) করতে পারবে না। যদি দুজনের মধ্যে বিকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তবে নিচে নেমে যায়, বাবাকে ভুলে যায়। বাবা বলেন-- তুমি আমার সন্তান হয়ে মুখে কালি দিয়েছ । বেহদের বাবা বাচ্চাদের বোঝান । তোমাদের এই নেশা চড়েছে । তোমরা জানো গৃহস্থ ব্যবহারেও থাকতে হবে। লৌকিক সম্বন্ধীদের সাথেও সম্পর্ক রাখতে হবে। লৌকিক বাবাকে তুমি বাবা বলবে তাই না! ওনাকে তো তুমি ভাই বলতে পারবে না। সাধারণভাবে বাবাকে বাবা-ই বলবে। বুদ্ধিতে আছে যে ইনি আমাদের লৌকিক বাবা । জ্ঞান তো আছে তাই না। এই জ্ঞান হল বড় বিচিত্র । আজকাল তো নামও নেয় কিন্তু কোনো সাক্ষাৎকারী বাইরের ব্যক্তির সামনে ভাই বলে দিলে তো উনি ভাববেন ওনার মাথা খারাপ হয়েছে। *তোমাদের অনেক যুক্তির সাথে চলতে হবে । তোমাদের হল গুপ্ত জ্ঞান, গুপ্ত সম্বন্ধ । বেশিরভাগ সময় স্ত্রীরা স্বামীর নাম নেয় না। স্বামী স্ত্রীর নাম নিতে পারে। তোমাদের অনেক যুক্তির সাথে চলতে হবে । লৌকিক ক্ষেত্রেও সমন্ধ বজায় রাখতে হবে। বুদ্ধি উপরের দিকে থাকতে হবে-- আমরা বাবার থেকে বর্সা নিচ্ছি। এছাড়া কাকাকে কাকা, বাবাকে বাবা-ই বলতে হবে । যারা ব্রহ্মাকুমার-কুমারী হয় নি তারা ভাই-বোন বুঝবে না। যে বি.কে. হয়েছে, সেই এ কথা বুঝবে। বাইরের লোক তো প্রথমেই অবাক হবে। এতে বোঝার বুদ্ধি ভাল চাই। *বাবা তো বাচ্চাদেরকে বিশাল বুদ্ধি বানান। তোমরা প্রথমে হদের বুদ্ধিতে ছিলে। এখন বুদ্ধি চলে যায় বেহদে। উনি হলেন আমাদের বেহদের বাবা । এরা সবাই হল আমাদের ভাই-বোন। কিন্তু বাড়িতে শাশুড়িকে শাশুড়িই বলবে, বোন থোড়াই বলবে। *বাড়িতে খুব যুক্তির সাথে চলতে হবে, তা না হলে লোকে বলবে এতো পতিকে ভাই, শাশুড়িকে বোন বলছে, এটা কি? এই জ্ঞানের কথা তোমরাই জানো আর কেউ জানে না। বলেনা-- প্রভু তোমার মতি গতি তুমিই জানো। এখন তোমরা তাঁর বাচ্চা হয়েছ তো তোমাদের মতি গতি তোমারাই জানো। খুব সামলে চলতে হয়। কোথাও কেউ যেনহতাশ না হয়। *প্রদর্শনীতে তোমাদের বাচ্চাদের সবার প্রথমে এটা বোঝাতে হবে যে আমাদের ভগবান পড়ান। এখন তুমি বলো ভগবান কে? নিরাকার শিব না দেহধারী শ্রীকৃষ্ণ। গীতাতে যে মহাবাক্য আছে ভাবানুবাচ তা শিব পরমাত্মা এই মহাবাক্য উচ্চারণ করেছেন না শ্রীকৃষ্ণ? কৃষ্ণ তো হল স্বর্গের প্রথম রাজকুমার । এরকম তো বলতে পারা যায় না যে যা কৃষ্ণ জয়ন্তী তাই শিব জয়ন্তী। শিব জয়ন্তীর পরে আবার কৃষ্ণ জয়ন্তী। শিব জয়ন্তী থেকে স্বর্গের রাজকুমার শ্রীকৃষ্ণ কি করে হলেন, তা হল বোঝার বিষয় । শিবজয়ন্তী তারপর গীতাজয়ন্তী আবার হঠাৎ করে কৃষ্ণ জয়ন্তী, কারণ বাবা-ই রাজযোগ শেখান তাই না! এ সব কথা বাচ্চাদের বুদ্ধিতে বসেছে তাই না ! যতক্ষণ শিব পরমাত্মা না আসেন ততক্ষণ শিবজয়ন্তী পালন করতে পারে না। *যতক্ষণ শিব এসে কৃষ্ণপুর স্থাপন না করেন তবে কৃষ্ণজয়ন্তীও কি করে পালন করতে পারে। কৃষ্ণের জন্ম তো পালন করে কিন্তু বোঝে কিছুই না। কৃষ্ণ রাজকুমার ছিলেন, তবে নিশ্চয়ই তা সত্যযুগেই হবে। দেবী-দেবতাদের রাজধানী হবে নিশ্চয়। *কেবল এক কৃষ্ণেরই তো বাদশাহী হবে

না। নিশ্চয় কৃষ্ণপুরী হবে তো! বলেও থাকে কৃষ্ণপুরী, আর তারপর এটা হল কংসপুরী। কৃষ্ণপুরী নতুন দুনিয়া, কংসপুরী হল পুরানো দুনিয়া। বলে দেবতা আর অসুরদের মধ্যে লড়াই লেগেছিল। দেবতারা জিতে ছিল। কিন্তু এরকম তো নয়। কংসপুরী শেষ হয়েছিল তারপর কৃষ্ণপুরীর স্থাপনা হয়েছিল। কংসপুরী পুরানো দুনিয়াতে হবে। নতুন দুনিয়াতে থোড়াই এই কংস দৈত্য আদি হবে। এখানে তো দেখো কত মানুষ ! সত্যযুগে খুব অল্প হয়। এখন তোমরা এটা বুঝতে পারো। তোমাদের বুদ্ধি এখান এসব বুঝতে সক্ষম যে দেবতারা তো কোন লড়াই করেন নি। দৈবী সম্প্রদায় সত্যযুগেই হয়। আসুরী সম্প্রদায় হল এখানে। না দেবতাদের আর অসুরের লড়াই হয়েছিল, না কৌরব আর পাণ্ডবদের মধ্যে । তোমরা রাবণের উপর বিজয় লাভ করো । বাবা বলেন-- এই বিকারের উপর জিত পেলে জগতজিত হয়ে যাবে। এতে কোনো লড়াইয়ের প্রয়োজন নেই। লড়াইয়ের নাম নিলে তো ভায়োলেন্স(violence, হিংসা)হয়ে যাবে। রাবণের উপর জিত পেতে হবে কিন্তু তা হবে ননভায়োলেন্স (অহিংসক)। শুধু বাবাকে স্মরণ করলেই আমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়। ভারতের প্রাচীন রাজযোগ প্রসিদ্ধ ।

বাবা বলেন-- আমার সাথে বুদ্ধির যোগ লাগাও তবে তোমাদের পাপ ভস্ম হবে। বাবা হলেন পতিত-পাবন, বুদ্ধিযোগ সেই বাবার সাথেই লাগাতে হবে, তাহলে তোমরা পতিত থেকে পাবন হয়ে যাবে। এখন তোমরা প্রত্যক্ষ ভাবেই তাঁর সাথে যোগ লাগাচ্ছ, এতে লড়াইয়ের কোন কথাই নেই। যে ভাল মত পড়বে, বাবার সাথে যোগ লাগাবে, সে-ই বাবার থেকে অধিকার পাবে-- কল্প পূর্বে যেমন পেয়েছিলে। এই পুরানো দুনিয়ার বিনাশও হবে। সব হিসাব-পত্র মিটিয়ে যাবে । তারপর কক্ষ(class) পরিবর্তন হয়ে নম্বর অনুসারে গিয়ে বসবে । *তোমরাও নম্বর অনুযায়ী ওখানে গিয়ে রাজত্ব করবে। কত বোঝবার কথা আছে। আচ্ছা-
মিষ্টি- মিষ্টি হারানিধি(সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ- সুমন ও সুপ্রভাত। রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারনার জন্য মুখ্য সারঃ-

১) এই বিনাশের সময় যখন সত্যযুগের স্থাপনা হচ্ছে তখন পবিত্র অবশ্যই হতে হবে। বাবা আর বাবার কর্মের প্রতি সংশয় থাকা উচিত নয়।

২) জ্ঞান আর সম্বন্ধ হল গুপ্ত , এইজন্য লৌকিকে অনেক যুক্তির দ্বারা বিশাল বুদ্ধি হয়ে চলতে হবে। এমন কোনো শব্দ বলা উচিত নয় যাতে যে শুনবে সে নিরাশ হয়ে যাবে ।

বরদানঃ- নিজের সর্বোচ্চ স্থিতিতে স্থিত হয়ে প্রত্যেক সঙ্কল্প, বোল, আর কর্ম করে নির্বিকারী ভব(হও)।

সম্পূর্ণ নির্বিকারী অর্থাৎ সামান্য শতাংশও যেন বিকারের প্রতি আকর্ষণ না যায়, কখনও সেগুলির বশীভূত যেন না হয় । সর্বোচ্চ স্থিতিতে স্থিত আত্মারা কোনো সাধারণ সঙ্কল্পও করতে পারে না। তাই যে কোনো সঙ্কল্প বা কর্ম করার আগে পরীক্ষা করো যেরকম উচ্চ নাম সেই অনুসারে উচ্চ কর্ম হচ্ছে কি? যদি নাম উচ্চ হয় আর কর্ম নীচু হয় তবে নাম বদনাম হবে এইজন্য লক্ষ্য অনুযায়ী লক্ষণ ধারণ করো তবে বলা হবে সম্পূর্ণ নির্বিকারী অর্থাৎ পবিত্র আত্মা(Holiest soul) ।

স্লোগানঃ- কর্ম করার কালে করণ-করাবানহার বাবার স্মৃতি থাকলে স্ব-পুরুষার্থ আর যোগের ভারসাম্য বজায় থাকবে।